unesco

Rural Craft & Cultural Hubs
of West Bengal

Department of MSME&T
Government of West Bengal

কাঠপুতুল

হস্তশিল্পের বিস্ময়

সংস্কৃতির ভূমিকা এমন যে, এই আঙ্গিকটির মধ্যে দিয়ে সামাজিকভাবে বুঝি আমরা কারা, কোথায় আমরা ছিলাম এবং কোথায় যাব বলে আশা করি।

– ওয়েনডেল পিয়ের্স
(আমেরিকান মঞ্চাভিনেতা ও উদ্যোগী)

পশ্চিমবঙ্গের রুরাল ক্রাফট ও কালচারাল হাব

পশ্চিমবঙ্গ প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। এই রাজ্যের পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বাংলার নান্দনিক উত্তরাধিকারের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। খেজুর পাতা এবং সাবাই ঘাস দিয়ে তৈরি ঝুড়ি, হাতে বোনা পাটের মাদুর (খোকরা),বেতের সরু কাঠি বা মাদুরকাঠি দিয়ে তৈরি শীতলপাটি এবং মাদুর, মৃৎপাত্র, কাঁথাশিল্প এবং অন্যান্য শিল্পদ্রব্য আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে, যেখানে দেশীয় কারুশিল্পের দক্ষতার সঙ্গে জীবনযাত্রার উপযোগী শিল্পদ্রব্যের সংমিশ্রণ ঘটে।

বাংলার লোকশিল্প এই ভূখণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, জাতিগত ঐতিহ্য ও প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ জীবনধারাকে প্রতিফলিত করে। মুখোশের বৈচিত্র্য, ডোকরা এবং অন্যান্য ধাতুশিল্পের কাজ বাংলার শিল্পকলার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। বাংলার সংস্কৃতি সমৃদ্ধ হয়েছে বাউল, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি গায়কদের সুমধুর সুর, ছৌ, রায়বেঁশে ও ঝুমুরের বর্ণময় নৃত্য, পুতুলনাচ ও পটচিত্রের মতো গল্প বলার ঐতিহ্য এবং গম্ভীরা, বনবিবির পালার মতো লোকনাট্য ও অন্যান্য লোকশিল্পে। 'রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব'(RCCH) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্ষুদ্র, ছোটো, মাঝারি শিল্প উদ্যোগ এবং বস্ত্র দপ্তর (MSME&T) ও ইউনেস্কো-র (UNESCO) তত্ত্বাবধানে রূপায়িত একটি প্রকল্প। এই প্রকল্পের লক্ষ্য পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করা এবং গ্রামীণ সৃজনশীল উদ্যোগকে শক্তিশালী করা। ২০১৩ সালে ৩০০০ হস্তশিল্পীদের নিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ৫০০০০ হস্তশিল্পী ও লোকশিল্পীরা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। প্রকল্পটি লোকশিল্পের ঐতিহ্যগত দক্ষতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বাস্তুতন্ত্রকে শক্তিশালী করেছে, বাজারের সঙ্গে সরাসরি সংযোগ গড়ে তুলেছে, বিভিন্ন বাধা অতিক্রম করে কয়েকশো মহিলা ও তরুণদের নেতৃত্ব দেওয়ার জায়গায় নিয়ে এসেছে। ডিজিটাল মাধ্যমগুলির ব্যবহারে উৎসাহী করে তুলেছে। তারা লোকশিল্প ও কারুশিল্পের প্রচারের জন্য সামাজিক মাধ্যমগুলি ব্যবহার করতে শিখেছে। প্রকল্পটি পরম্পরাবাহী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মাধ্যমে শিল্পীদের উন্নয়ন, সামাজিক পরিসরে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং আরও বিভিন্ন সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

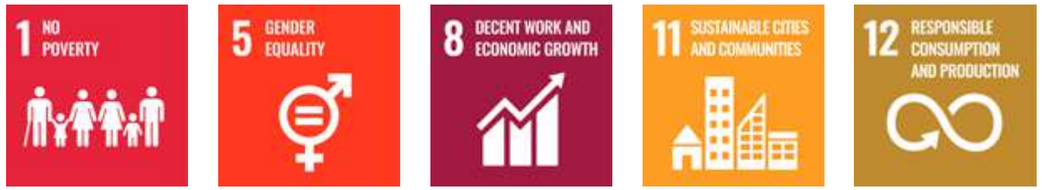

কাঠপুতুল

হস্তশিল্পের বিস্ময়

আকর্ষণীয় রং এবং ঐতিহ্যবাহী দক্ষতা পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব বর্ধমান জেলার নতুনগ্রামের কাঠপুতুল শিল্পীদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। স্থানীয় সংস্কৃতি ও পুরাণকথা থেকে অনুপ্রাণিত এই কাঠপুতুলগুলি সূক্ষ্মভাবে কাঠ খোদাই করে তৈরি হয়। এই পুতুল যেন উদ্ভাবনী ভাবনা, আদিম সারল্য এবং সৌন্দর্যের সঙ্গে কাঠপুতুল শিল্পীদের অকল্পনীয় দক্ষতার এক চমৎকার মিশেল। প্যাঁচা, রাশিপুতুল (এক টুকরো কাঠে তৈরি রাধা-কৃষ্ণের মূর্তি), দুর্গা, রাজা-রাণী পুতুলগুলি নতুনগ্রামের পুতুলশিল্পীদের দক্ষতার কিছু নমুনা।

হস্তশিল্প কেন্দ্র

জেলা : পূর্ব বর্ধমান

গ্রাম: নতুনগ্রাম

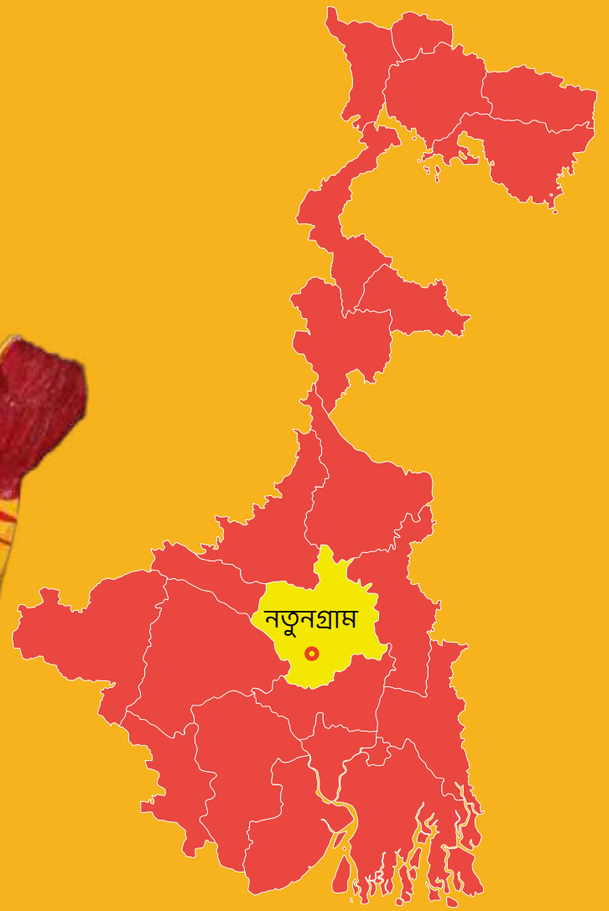

নতুনগ্রাম

পূর্ব বর্ধমানের নতুনগ্রাম কাঠপুতুল শিল্পীদের এক উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। । এই ক্লাস্টারটি রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব প্রকল্পের একটি অংশ। গ্রামের প্রায় ১৫৫ জন শিল্পী এই ঐতিহ্যকে বজায় রেখেছেন।

পুরুষরা কাঠের কাজে দক্ষ এবং মহিলাদের বেশিরভাগই পুতুলে রং এবং অলংকরণের কাজ করেন। গ্রামের শিল্পীরা 'স্বামী জানকীদাস নতুনগ্রাম উড কার্ভিং আর্টিজানস ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড' নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছেন। এই সংস্থা পুতুল শিল্পের প্রসার, অনুশীলন এবং ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সংগঠিতভাবে কাজ করে।

পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ-এর উদ্যোগে এই গ্রামে গড়ে উঠেছে কমিউনিটি মিউজিয়াম-সহ একটি হস্তশিল্প কেন্দ্র। । প্রতি বছর গ্রামে হয় বার্ষিক লোকসংস্কৃতি উৎসব এবং সারা বছর গ্রামে আসেন পর্যটকরা। ছাত্র এবং ডিজাইনাররা এই কেন্দ্রে আসেন কাঠপুতুল বানানোর প্রক্রিয়াগুলি জানতে এবং দক্ষ হস্তশিল্পীদের সঙ্গে কাজ করার জন্য। শিল্পীরা রাজ্য এবং জাতীয় স্তরের উৎসবগুলিতে অংশ নেন। এছাড়াও তারা নানা বিষয়ে আদান-প্রদান ভিত্তিক কর্মসূচিতে অংশ নিতে আগ্রহী।

নতুনগ্রামের শিল্পী

পুরুষ- ৮৮ | মহিলা - ৬৭

উত্তম ভাস্কর (সভাপতি): 9732908249
দিলীপ সূত্রধর (সচিব): 9333386501
বিজয় সূত্রধর (কোষাধ্যক্ষ) : 7872214736
দিলীপ ভাস্কর : 9733902091
মানিক সূত্রধর : 9932469992
সুজয় সূত্রধর : 8637023054
সুভাষ সূত্রধর : 6297625701
ঘোতন সূত্রধর: 8918268118
টোটন সূত্রধর : 8967110814
জয়দেব ভাস্কর : 9153281453
অমল ভাস্কর : 9064793569
গৌর সূত্রধর : 9832570996
রাখী সূত্রধর : 8167309627
টিনামণি ভাস্কর : 7908678503

প্রক্রিয়া

নতুনগ্রামের পুতুলগুলি তৈরি হয় এক টুকরো কাঠ খোদাই করে। শক্ত ও টেকসই এই পুতুলগুলি বেশিরভাগই তৈরি হয় গামার কাঠ দিয়ে। আম কাঠ, নিম কাঠ এবং আকাশমণি গাছের কাঠও ব্যবহার করা হয়। উজ্জ্বল রঙের ব্যবহার এই পুতুলগুলির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। কাঠের টুকরোয় একটা মূর্তির অবয়ব এঁকে নেওয়া হয়। তারপর তা খোদাই করে পুতুলটি তৈরি হয়। খোদাই করা উপরিভাগটি পরিষ্কার এবং মসৃণ করা হয়। এরপর খড়িমাটি (মাটি), ময়দা, জল এবং আঠা দিয়ে তার ওপর প্রলেপ দিয়ে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। খড়িমাটি পুতুলগুলিকে মসৃণ করে তোলে। সূক্ষ্ম তুলির ছোঁয়ায় পুতুলগুলি রং করে তার ওপর ফুটিয়ে তোলা হয় নানা মোটিফ। সব শেষে করা হয় পুতুলগুলির মুখের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলার কাজ।

১

কাঠ কাটা

২

সেকশন কাটা

৩

খোদাই এবং নকশা

৪

খড়িমাটি লেপা
এবং শুকনো করা

৫

রং করা

কাঠপুতুল শিল্পীদের কাহিনি

পূর্ব বর্ধমানের নতুনগ্রাম একটি উল্লেখযোগ্য জায়গা যেখানে পুরুষ এবং মহিলারা কাঠের শিল্পদ্রব্য তৈরি করেন। মানিক সূত্রধর, বিজয় সূত্রধর তাদের শিল্পকর্মের জন্য যথেষ্ট পরিচিত এবং নিজেদের কাজ নিয়ে ভারতের অনেক জায়গায় গিয়েছেন। তরুণ প্রজন্মের শিল্পীরাও ঐতিহ্যবাহী এই শিল্পকর্মকে তুলে ধরছেন এবং ঘোতন সূত্রধর, সুভাষ সূত্রধর, টোটন সূত্রধর, খোকন ভাস্করদের মধ্যে নেতৃত্ব দেওয়ার দক্ষতা দেখা যাচ্ছে। সনৎ সূত্রধর গহনা তৈরির জন্য পরিচিত। ঐতিহ্যবাহী পুতুল তৈরির পাশাপাশি শিল্পীরা এখন বিভিন্ন ধরনের আসবাবপত্র তৈরি করে, যা বাজারে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে। পুরুষদের পাশাপাশি মহিলারাও এই শিল্পদ্রব্য তৈরির শুরু থেকে শেষ পর্যায়ের প্রতিটি কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। তরুণ প্রজন্মের মহিলা শিল্পী টিনামণি ভাস্কর ও মিলি সূত্রধরের কাজে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখা যাচ্ছে। নতুনগ্রামের দিলীপ সূত্রধর কাঠের শিল্পদ্রব্য নিয়ে বিদেশে আন্তর্জাতিক উৎসবে যোগ দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ নতুনগ্রামে কমিউনিটি মিউজিয়াম-সহ একটি হস্তশিল্প কেন্দ্র গড়ে তুলেছে।

পণ্যদ্রব্য

বাজার বাড়ানোর জন্য এই হস্তশিল্পীরা এখন তাদের হস্তশিল্পভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনীয় জিনিসের উদ্ভাবনী পণ্যদ্রব্য তৈরি করছেন।
প্যাঁচা, গৌর-নিতাই, রাজা-রাণীকে তারা নিয়ে এসেছেন আসবাবপত্র, ঘড়ি, দেওয়াল র‍্যাক ও অন্যান্য ঘর সাজানোর জিনিসে। এছাড়াও পুতুলশিল্পীরা নানা দেবদেবীর মূর্তি তৈরি এবং খোদাই শিল্পের বিভিন্ন কাজের অর্ডার নেন।

ঐতিহ্যবাহী কাঠপুতুল

আধুনিক ভাবনা

আসবাবপত্র এবং বাড়ির সাজসজ্জা

বৈচিত্রময়
কাঠের
পণ্য

অলংকার

হস্তশিল্প কেন্দ্র

পূর্ব বর্ধমানের নতুনগ্রাম বাংলার কাঠপুতুল শিল্পের এক ব্যস্ত কেন্দ্র। গ্রামে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পর্ষদ-এর সহায়তায় গড়ে ওঠা একটি হস্তশিল্প কেন্দ্র। এখানে এলে দেখা যাবে বিভিন্ন ধরনের ঐতিহ্যবাহী ও আধুনিক কাঠ-খোদাই শিল্পকর্ম। এই কেন্দ্রে চলে শিল্পীদের কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ। এভাবেই এটা হয়ে উঠেছে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সংরক্ষণ, প্রসার এবং সুরক্ষার একটি কেন্দ্র।

গ্রামীণ উৎসব

নতুনগ্রামের কাঠপুতুল শিল্পীরা নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে উদযাপনের জন্য তাদের গ্রামে যৌথভাবে একটি বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করেন। এই উৎসবে প্রচুর লোক সমাগম হয়। এই উৎসব নতুনগ্রামকে গ্রামীণ সাংস্কৃতিক পর্যটনস্থল হিসেবে পরিচিতি দিয়েছে।

www.rcchbengal.com

RuralCraftandCulturalHubs

bardhamanerlokshilpo

Rural Craft & Cultural Hubs of West Bengal

unesco

Department of MSME&T
Government of West Bengal